

১.১ পৌরসভা কর্তৃক আরোপিত পৌরকর সম্পর্কে ধারণা:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা, অনুচ্ছেদ ৬০-এ উল্লেখ করা হয়েছে “এই সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের বিধানাবলীকে পূর্ণ কার্যকরতাদানের উদ্দেশ্যে সংসদ আইনের দ্বারা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লিখিত স্থানীয় শাসনসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করিবার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করিবেন।”

সংবিধানে স্থানীয় সরকারের হাতে করারোপ করার ক্ষমতাও প্রদান করেছে। করারোপ বলতে সাধারণ স্থানীয় বা বিশেষ যেকোনো কর, খাজনা, গুজ বা বিশেষ করের আরোপ অন্তর্ভুক্ত হবে; এবং ‘কর’ বলতে সেরকম অর্থ বুঝাবে। কর হলো সরকারি রাজস্বের একটি প্রধান উৎস, যা দ্বারা দেশের রাজস্ব ও উন্নয়নমূলক ব্যয় নির্বাহ করা হয় এবং যার মাধ্যমে দেশে আয়ের পুনর্বণ্টন, মূল্যে ও স্থিতিশীলতা রক্ষা, ক্ষতিকর ভোগ নিরুৎসাহিতকরণ ইত্যাদি আর্থসামাজিক উদ্দেশ্য সাধিত হয়।

ল্যাটিন শব্দ ‘Taxare’ উৎপত্তিগতভাবে ইংরেজি ‘Tax’ শব্দের সাথে সম্পর্কযুক্ত যার অর্থ মূল্য আদায় করা। অভিধানে কর শব্দের অর্থ হলো রাষ্ট্র কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে আদায়কৃত আর্থিক অবদান। কর কোনো অর্থদণ্ড নয় তবে এ হলো পূর্বনির্ধারিত পদ্ধতিতে বেসরকারি খাত থেকে সরকারি খাতে বাধ্যতামূলক স্থানান্তরিত সম্পদ।

পৌরসভাসমূহ রাজস্ব ব্যবহার করে নাগরিক পরিষেবা (যেমন- সড়ক বাতি ও কঠিন বর্জ্য অপসারণ) প্রদান করে থাকে। পৌরসভার রাজস্বের বড় অংশ আসে পৌরকর বা হোল্ডিং কর থেকে। কর আদায়কারীগণ ইমারত ও ভূমির মালিকদের নিকট থেকে প্রত্যেক বছর হোল্ডিং কর আদায় করে থাকে। ধার্যকৃত করের পরিমাণ বা করদাতাকে বার্ষিক যে পরিমাণ কর প্রদান করতে হবে তা কর মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়।

পৌরসভার রাজস্ব আয়ের মূল উৎস পৌরসভা কর্তৃক আরোপিত ‘কর’। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এর ৯৮ ধারা অনুসরণে কোনো পৌরসভা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে একই আইনের তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত সকল অথবা যেকোনো কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস ইত্যাদি আরোপ করতে পারে। তবে শর্ত থাকে যে, নতুন কোনো করারোপের ক্ষেত্রে পৌরসভা সরকারের অনুমতি গ্রহণ করবে।

তৃতীয় তফসিলে যে সকল বিষয়ের ওপর কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস ইত্যাদি আরোপের উল্লেখ রয়েছে তার মধ্যে ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে নির্ণিত ভবন ও ভূমির উপর কর এবং বাতি রেইট, ময়লা-আবর্জনা অপসারণ রেইট, পানির স্থাপনা ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার জন্য রেইট ইত্যাদি সম্মিলিতভাবে হোল্ডিং কর বা পৌরকর নামে সর্বাধিক পরিচিত।

পৌরসভা কর আরোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩-এর বিধি-২(খ) অনুযায়ী ‘কর’ অর্থ কোনো কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস অথবা আইনের অধীনে আরোপযোগ্য অন্য কোনো কর।

এসব করের উদাহরণসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো :

পৌরকর: পৌরসভার নিকট হতে প্রত্যক্ষ কোনো সুযোগ-সুবিধা বা সেবা ও দ্রব্য সামগ্রির প্রত্যাশা না করে জনসাধারণ বাধ্যতামূলকভাবে পৌরসভাকে নির্দিষ্ট হারে যে অর্থ প্রদান করে তাকে পৌরকর বলে।

উপ-কর : মূল বা বৃহত্তর কর এর একটি অংশকে উপ-কর বলা হয়ে থাকে। ইংরেজিতে Sub-tax is a tax making part of larger tax, যেমন- পৌরসভা এলাকার স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তরের উপর করের একটি অংশ পৌরসভা প্রাপ্ত হয়।

রেইট : নির্ধারিত/প্রত্যক্ষ সেবা প্রদানের বিনিময়ে পৌরসভা, পৌর এলাকার বাসিন্দাদের নিকট হতে নির্দিষ্ট হারে যে অর্থ আদায় করে তাকে ‘রেইট’ বলে। যেমন- পানির স্থাপনা ও সরবরাহ ব্যবস্থাপনার জন্য রেইট, ময়লা আবর্জনা অপসারণ রেইট, বাতি রেইট, পয়ঃনিষ্কাশন রেইট ইত্যাদি।

ফিস : পরোক্ষ সেবা প্রদানের বিনিময়ে পৌরসভা কর্তৃক আদায়যোগ্য অর্থ 'ফিস' নামে অভিহিত। যেমন- ট্রেড লাইসেন্স ফি, পাকা ইমারত নির্মাণের অনুমোদন ফি ইত্যাদি।

টোল : টোল হলো এক ধরনের রাজস্ব আয় যা বিশেষ সেবার জন্য সেবা গ্রহীতাকে প্রদান করতে হয়। যেমন- কোনো সেতু ব্যবহারের জন্য বা খেয়া পারাপারের জন্য আদায়কৃত অর্থ।

পৌরসভার সীমানার মধ্যে অবস্থিত কিছু কিছু ইমারত, যেমন- মসজিদ, মন্দির, গির্জা, শবাগার, কবরস্থান এবং শ্মশান ইত্যাদি ছাড়া সকল শ্রেণির ইমারত ও ভূমি হোল্ডিং করের আওতাধীন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সড়কবাতি, ময়লা আবর্জনা অপসারণ ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা পৌরসভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেবা হিসেবে বিবেচিত, যার জন্য নাগরিকগণ হোল্ডিং করের মাধ্যমে পৌরসভাকে অর্থ প্রদান করে থাকে। কাজেই পৌরকর আদায় এবং তা দিয়ে মানসম্মত সেবা প্রদান পৌরসভার জন্য বাধ্যতামূলক হিসেবে বিবেচনাযোগ্য। আর এ কারণে বিষয়টি পৌরসভা ও নাগরিকদের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

পৌরসভার নিজস্ব উদ্যোগে অবকাঠামো নির্মাণে ও পৌরসেবা প্রদানে সামর্থ্য অর্জন করতে হলে স্থানীয় সম্পদ (রাজস্ব) আয় বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশ সরকার, এডিবি এবং এএফডির সাহায্যপুষ্ট নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)-এর আওতায় ইউজিআইএপি কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা প্রতিটি পৌরসভার জন্য বাধ্যতামূলক। ইউজিআইএপিতে মোট ৯টি কর্মতৎপরতা এবং ২৮টি কার্যক্রম রয়েছে। ইউজিআইএপি-এ সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত হয় স্থানীয় রাজস্বের মাধ্যমে। ইউজিআইএপি-এ বর্ণিত সকল কার্যাবলি ও করণীয় বিষয়াদি বাস্তবায়নে নির্দেশিত মাত্রায় সাফল্য অর্জন করতে না পারলে ওই পৌরসভা পরবর্তী পর্যায়ে প্রকল্প সহায়তা থেকে বঞ্চিত হবে।

১.৩ পৌরসভা আইন, বিধিমালা, আদর্শ কর তফসিল এবং উপ-আইনসমূহ/আইনগত ভিত্তি *

পৌরসভা কর্তৃক কর আরোপের ক্ষেত্রে নিম্ন বর্ণিত আইন, বিধিমালা, আদর্শ কর তফসিল এবং উপ-আইনমালা অনুসরণ করতে হবে :

- (১) স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (সংশোধিত ২০১০, ২০২২);
- (২) পৌরসভা কর আরোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩;
- (৩) পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল, ২০১৪ (সংশোধিত ২০১৭); এবং
- (৪) পৌরসভা স্থায়ী কমিটি গঠন ও কমিটির কার্যাবলি সংক্রান্ত উপ-আইনমালা, ২০১৩।

১.৩.১ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ কর আরোপ/কর নির্ধারণের সাথে সম্পর্কিত

ধারা- ৫৫। পৌরসভা কর্তৃক স্থায়ী কমিটি গঠন;

ধারা- ৯৮। পৌর করারোপণ;

ধারা- ৯৯। প্রজ্ঞাপণ ও কর প্রবর্তন;

ধারা- ১০০। আদর্শ কর তফসিল;

ধারা- ১০১। কর আরোপের ক্ষেত্রে নির্দেশাবলি;

ধারা- ১০২। কর সংক্রান্ত দায়;

ধারা- ১০৩। কর সংগ্রহ ও আদায়;

ধারা- ১০৪। মূল্যায়ন, কর নির্ধারণ, ইত্যাদির বিরুদ্ধে দরখাস্ত;

ধারা- ১০৫। বেতনাদি হইতে কর কর্তন;

উপরে বর্ণিত ধারাসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ধারা- ৫৫। পৌরসভা কর্তৃক স্থায়ী কমিটি গঠন।- (১) প্রত্যেক পৌরসভাকে পৌর-পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে আড়াই বছর কার্যকাল নির্ধারণ করে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এর ধারা ৫৫(১) অনুসরণে ১০টি স্থায়ী কমিটি গঠন করতে হবে। তা ছাড়া আইনের ধারা ৫৫(২) অনুসরণে পৌরসভা প্রয়োজনে অতিরিক্ত আরো ৬টি বা ততোধিক স্থায়ী কমিটি গঠন করতে পারবে।
স্থায়ী কমিটিসমূহ নিম্নরূপ :

দশটি স্থায়ী কমিটির নাম :

- (ক) সংস্থাপন ও অর্থ;
- (খ) কর নিরূপণ ও আদায়;
- (গ) হিসাব ও নিরীক্ষা;
- (ঘ) নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন;
- (ঙ) আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা;
- (চ) যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো;
- (ছ) মহিলা ও শিশু;
- (জ) মৎস্য ও পশু সম্পদ;
- (ঝ) তথ্য ও সংস্কৃতি; এবং
- (ঞ) বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ।

অতিরিক্ত ৬টি স্থায়ী কমিটির নাম

- (ক) বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয় কমিটি;
- (খ) স্বাস্থ্য, পানি ও স্যানিটেশন কমিটি;
- (গ) দারিদ্র্য নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন কমিটি;
- (ঘ) আবর্জনা অপসারণ ও স্থানান্তর বিষয়ক কমিটি;
- (ঙ) দুর্ঘোণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কমিটি;
- (চ) নারী উন্নয়ন বিষয়ক কমিটি।

পৌরসভার মেয়র ও চারজন কাউন্সিলরের সমন্বয়ে উক্ত কমিটিসমূহ গঠিত হবে। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এর ধারা ৫৫ (৫) অনুসারে প্রতিটি স্থায়ী কমিটিতে কমপক্ষে শতকরা ৪০ ভাগ মহিলা সদস্য থাকবে। আইনশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি হবেন মেয়র; কিন্তু অন্যান্য স্থায়ী কমিটির প্রতিটির সভাপতি হবেন একজন কাউন্সিলর।

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এর ধারা ৫৫ অনুসরণে এবং ধারা ১২২-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রত্যেক পৌরসভা, পৌরসভা স্থায়ী কমিটি গঠন ও কমিটির কার্যাবলি সংক্রান্ত উপ-আইনমালা, ২০১৩ জারি করেছে। উক্ত উপ-আইনমালার অনুচ্ছেদ-৩-এর অধীন প্রথম (খ) তফসিল অনুসরণে কর নিরূপণ ও আদায় বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন করা হবে; যার অন্যতম কাজ হবে পৌরসভার কর নিরূপণ ও আদায় বিষয়ে পরামর্শ প্রদান, মতামত দেওয়া, উৎসাহ প্রদান, উদ্বুদ্ধ করা ও সুপারিশ করা ইত্যাদি।

পৌরসভার কর নিরূপণ ও আদায় বিষয়ক স্থায়ী কমিটির গঠন ও কমিটির কার্যপরিধি নিম্নে বর্ণিত হলো :

কর নিরূপণ ও আদায় বিষয়ক স্থায়ী কমিটির গঠন

ক্রমিক	নাম	পদবি	কমিটিতে পদবি
০১		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত) ওয়ার্ড নং-	সভাপতি
০২		মেয়র (পদাধিকার বলে)	সদস্য
০৩		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত) ওয়ার্ড নং-	সদস্য
০৪		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত) ওয়ার্ড নং-	সদস্য
০৫		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত) ওয়ার্ড নং-	সদস্য

কর নিরূপণ ও আদায় বিষয়ক স্থায়ী কমিটির কার্যপরিধি

- (১) কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস ও অন্যান্য কর আরোপ এবং আদায়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনের সুপারিশ করা;
- (২) সরকারি নীতিমালার সাথে সঙ্গতিবিধান করিয়া কর আরোপ বিধিমালা প্রয়োগ করার জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদান করা;
- (৩) কর অব্যাহতি, কর রহিতকরণ ও কর চূড়ান্তকরণ বিষয়ে মতামত প্রদান করা;
- (৪) কর আদায় এবং কর নির্ধারণ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উৎসাহ প্রদান করা;
- (৫) সময়মতো কর পরিশোধে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা;
- (৬) অন্তর্বর্তী কর নির্ধারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সহায়তা করা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা;
- (৭) কর সংক্রান্ত ডাটাবেইজ তৈরি ও হালনাগাদ করার কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- (৮) কর আদায় কার্যক্রম মনিটরিং করা এবং আদায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও আদায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা;
- (৯) কর সংক্রান্ত আপত্তিতে গুনানি গ্রহণপূর্বক দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা;
- (১০) কর প্রদান ও সেবা গ্রহণ বিষয়ে পৌরসভা ও জনগণের মাঝে সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করা;
- (১১) রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে করের নতুন নতুন উৎস খোঁজকরণ;
- (১২) কর নিরূপণ ও আদায় কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- (১৩) পৌরসভার নিজস্ব তহবিল দ্বারা কর আদায়ের বিষয়ে কম্পিউটার সফটওয়্যার চালু করা এবং অব্যাহত রাখা;
- (১৪) কমিটি বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসাবে সংশ্লিষ্ট উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি)-কে কোঅপ্ট করিতে পারিবে;
- (১৫) অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি।

ধারা- ৯৮। পৌর করারোপণ। - পৌরসভা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত সকল অথবা যেকোন কর, উপ-কর, রেইট, টোল ও ফিস ইত্যাদি আরোপ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নূতন কোনো করারোপের ক্ষেত্রে পৌরসভা সরকারের অনুমতি গ্রহণ করিবে।

ধারা- ৯৯। প্রজ্ঞাপন ও কর প্রবর্তন। - সরকার কর্তৃক ভিন্নরূপ নির্দেশনা না থাকিলে, পৌরসভা কর্তৃক আরোপিত সকল কর, উপ-কর, রেইট, টোল এবং ফিস ইত্যাদি প্রাকপ্রকাশনা সাপেক্ষে, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং সেই তারিখ হইতে ইহা কার্যকর হইবে পৌরসভা তাহা উল্লেখ করিবে।

ধারা- ১০০। আদর্শ কর তফসিল। - সরকার আদর্শ কর তফসিল প্রণয়ন করিতে পারিবে এবং এই আদর্শ কর তফসিলে উল্লিখিত করের পরিমাণ সকল পৌরসভার জন্য নমুনা হিসেবে গণ্য হইবে।

ধারা- ১০১। কর আরোপের ক্ষেত্রে নির্দেশাবলি। - সরকার যেকোনো পৌরসভাকে -

- (ক) ধারা ৯৮-এর অধীনে কর, উপ-কর, রেইট, টোল অথবা ফিস ইত্যাদি আরোপ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে; অথবা
- (খ) এইরূপ কোনো কর, উপ-কর, রেইট, টোল অথবা ফিস ইত্যাদি নির্ধারণ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে; অথবা
- (গ) এইরূপ কোনো কর, উপ-কর, রেইট, টোল অথবা ফিস ইত্যাদি আরোপ হইতে কোনো ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিবর্গকে অথবা কোনো সম্পত্তি অথবা শ্রেণিভুক্ত সম্পত্তিতে অব্যাহতি দেওয়ার অথবা এইরূপ কর, উপ-কর, রেইট, টোল অথবা ফিস ইত্যাদি আরোপ স্থগিত অথবা বিলোপ করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

ধারা- ১০২। কর সংক্রান্ত দায়। - (১) ব্যক্তি, পণ্য অথবা জীবজন্তুর কর, উপ-কর, রেইট, টোল অথবা ফিস, ইত্যাদির দায় অথবা তাহা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে পৌরসভা যেকোনো ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিবার, রেকর্ড অথবা হিসেবে উপস্থাপন করিবার অথবা কর, উপ-কর, রেইট, টোল অথবা ফিস ইত্যাদি আরোপযোগ্য পণ্য অথবা জীবজন্তু হাজির করিবার নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে।

- (২) এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত পৌরসভার যেকোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী যথাযথ নোটিশ প্রদানের পর, ইমারত অথবা ঘর-বাড়ির কর, দায় মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে এইরূপ যেকোন ইমারত অথবা ঘরবাড়িতে প্রবেশ করিতে পারিবে অথবা সেইখানে অবস্থিত করারোপযোগ্য যেকোন পণ্য অথবা জীবজন্তু পরিদর্শন করিতে পারিবে।
- (৩) এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত পৌরসভার যেকোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী কোন পণ্যের উপর প্রাপ্য নগর শুল্ক, সীমা কর অথবা টোল অনাদায়ে, তাহা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আটক এবং হস্তান্তর করিতে পারিবে।

ধারা- ১০৩। কর সংগ্রহ ও আদায়। - (১) এই আইনের অধীনে আরোপিত সকল কর, রেইট, টোল এবং ফিস ইত্যাদি নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংগ্রহ করিতে হইবে।

- (২) এই আইনের অধীনে পৌরসভা কর্তৃক দাবিযোগ্য সকল কর, উপ-কর, রেইট, টোল এবং ফিস এবং অন্যান্য অর্থ সরকারি দাবি হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।
- (৩) উপ-ধারা (২)-এর বিধানাবলি সত্ত্বেও, এই আইনের অধীনে সরকার যেকোনো পৌরসভা কর্তৃক দাবিযোগ্য কর, উপ-কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য বকেয়া অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মালিকানাধীন অস্থাবর সম্পত্তি, ক্রোক এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে অথবা তাহার স্থাবর সম্পত্তি, ক্রোক এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে আদায় করিবার জন্য পৌরসভাকে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

ধারা- ১০৪। মূল্যায়ন, কর নির্ধারণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে দরখাস্ত। - (১) কর, উপ-কর, রেইট, টোল অথবা ফিস অথবা এতদসংক্রান্ত কোনো মূল্যায়ন অথবা কোনো ব্যক্তির উপর অনুরূপভাবে আরোপিত করের দায় সম্পর্কে যেকোনো আপত্তি মেয়র বরাবর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে করা যাইবে।

- (২) উপ-ধারা (১)-এর অধীন আপত্তি পাইবার পর মেয়র উহা এতদসংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন এবং স্থায়ী কমিটি প্রয়োজনীয় গুনানি গ্রহণ করিয়া দ্রুত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত দিবেন এবং এই বিষয়ে কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

ধারা- ১০৫। বেতনাদি হইতে কর কর্তন। - পৌরসভা যদি কোনো পেশা, ব্যবসা অথবা বৃত্তির উপর করারোপ করিতে চায়, তাহা হইলে এইরূপ কর প্রদানের জন্য দায়ী ব্যক্তির নিয়োগকর্তার নিকট উক্ত ব্যক্তিকে প্রদেয় বেতন অথবা মজুরি হইতে কর কর্তনের জন্য পৌরসভা দাবি জানাইতে পারিবে এবং এইরূপ অধিযাচনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বেতন অথবা মজুরি হইতে প্রাপ্য পরিমাণ কর কর্তন করিতে হইবে এবং পৌরসভার তহবিলে জমা করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত কর্তনের পরিমাণ কোনোভাবেই বেতন অথবা মজুরির দশ শতাংশের বেশি হইবে না।

১.৩.২ পৌরসভা কর আরোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩-এর সংশ্লিষ্ট বিধিসমূহ

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এর ধারা ১২০-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, পৌরসভা কর আরোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩ জারি করেছে। ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর কর নির্ধারণে অনুসরণীয় উক্ত বিধিমানার বিধিসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

বিধি- ৩। কর আরোপের প্রস্তাব;

বিধি- ৪। সরকারের অনুমোদন;

বিধি- ৫। কর আরোপের বিজ্ঞপ্তি;

বিধি- ৬। কর আরোপের ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশ;

বিধি- ১৭। ইমারত ও ভূমির উপর কর;

বিধি- ১৮। কর মূল্যায়ন তালিকা;

(১) ৫ বৎসর অন্তর নতুনভাবে কর মূল্যায়ন;

(২) মূল্যায়ন তালিকা প্রস্তুত;

(ক) সম্পূর্ণভাবে ভাড়া দেওয়া ইমারত;

(খ) সম্পূর্ণ দখলকৃত ইমারত;

(গ) আংশিক ভাড়া এবং আংশিক দখলকৃত ইমারত;

(৩) মালিক/দখলদারকে ইমারত বা ভূমির ভাড়া বা বার্ষিক মূল্যের সঠিক বিবরণী উপস্থাপনের জন্য নোটিশ প্রদান (ফরম-গ);

(৪) ইমারতের সঠিক ও নির্ভুল তথ্য উপস্থাপন (ফরম-ঘ);

বিধি- ১৯। কর নির্ধারণ তালিকা (ফরম-ঙ);

বিধি- ২০। কর নির্ধারণ তালিকা প্রকাশ/অবগতির নোটিশ প্রদান (ফরম-চ);

বিধি- ২১। কর মূল্যায়ন ও কর নির্ধারণ তালিকা পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন ইত্যাদি;

(১) কর মূল্যায়ন বা কর নির্ধারণ পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন (ফরম-ছ);

(২) পুনর্বিবেচনার জন্য প্রাপ্ত আবেদন নিষ্পত্তির জন্য কর নিরূপণ ও আদায় কমিটিতে প্রেরণ;

(৩) আবেদনকারীকে শুনানির জন্য নোটিশ প্রদানপূর্বক ১ম শুনানির ৪ মাসের মধ্যে শুনানি কার্যক্রম সমাপ্ত করা;

(৪) কর মূল্যায়ন তালিকা বা কর নির্ধারণ তালিকা সংশোধন, পুনঃনির্ধারণ বা বাতিল করা;

(৫) চূড়ান্ত কর মূল্যায়ন ও কর নির্ধারণ তালিকা প্রণয়ন।

বিধি- ২২। কর নির্ধারণ তালিকা সংশোধন;

বিধি- ২৩। কোনো ইমারতের কর বৃদ্ধিকরণ;

বিধি- ২৪। কর নির্ধারণ সম্পর্কিত আপত্তি নিষ্পত্তিকালীন কর পরিশোধের পদ্ধতি;

বিধি- ২৫। ইজারা প্রদত্ত ভূমি ও ইহার উপর নির্মিত ইমারতের একত্রে কর নির্ধারণ ক্ষমতা;

বিধি- ২৬। স্বত্ব হস্তান্তর বিজ্ঞপ্তি;

বিধি- ২৭। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভূমি বা ইমারত সম্পর্কে নোটিশ প্রদান;

বিধি- ২৮। কর পরিশোধের দায়িত্ব;

বিধি- ২৯। বাজেট চূড়ান্ত করিবার পূর্বে কর নির্ধারণ;

বিধি- ৩০। কতিপয় ইমারতের উপর কর আরোপের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা;

বিধি- ৩১। পানি ও বাতি রেইট আরোপের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা;

বিধি- ৩২। ময়লা-আবর্জনা অপসারণ রেইট আরোপের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা;

বিধি- ৫৩। অন্যান্য কর আরোপ।

উপরে বর্ণিত বিধিসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

বিধি- ৩। কর আরোপের প্রস্তাব। - (১) পৌরসভা কর্তৃক কর আরোপের সকল প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট পৌরসভার কর নিরূপণ ও আদায় কমিটি প্রস্তুত করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক প্রণীত আদর্শ কর তফসিলে উল্লিখিত হারের অধিক হারে কোনো কর আরোপ করা যাইবে না।

- (২) উপ-বিধি (১)-এর অধীন প্রস্তুতকৃত কর আরোপের সকল প্রস্তাব পৌরসভার কার্যালয়ের কোনো প্রকাশ্য স্থানে বা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোনো স্থানে প্রাক-প্রকাশ করিতে হইবে।
- (৩) উপ-বিধি (২)-এর অধীন কর আরোপের প্রস্তাব প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে প্রস্তাবিত কর আরোপের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ কোনো ব্যক্তি উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মেয়রের নিকট আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন।
- (৪) উপ-বিধি (৩)-এর অধীন কোনো আপত্তি দাখিল করা হইলে মেয়র উহা নিষ্পত্তির জন্য কর নিরূপণ ও আদায় কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন এবং কমিটি প্রয়োজনীয় গুনানি গ্রহণ করিয়া আপত্তি নিষ্পত্তি করিয়া কর আরোপের প্রস্তাব চূড়ান্ত করিবে।

বিধি- ৪। সরকারের অনুমোদন। - বিধি ৩-এর অধীন গৃহীত কর আরোপের প্রস্তাব সরকারের অনুমোদনের জন্য নিম্নবর্ণিত তথ্যসহ পেশ করিতে হইবে, যথা :

- (ক) প্রস্তাবিত করের নাম, হার ও উহা হইতে বাৎসরিক আনুমানিক আদায়ের পরিমাণ;
- (খ) বিদ্যমান করের নাম, হার ও উহা হইতে বাৎসরিক আদায়ের পরিমাণ;
- (গ) যে সকল ব্যক্তি, সম্পত্তি বা পণ্য ইহার আওতাভুক্ত হইবে;
- (ঘ) কর আদায়ের প্রস্তাবিত ব্যবস্থা এবং উহা আদায়ের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়;
- (ঙ) সংশ্লিষ্ট পৌরসভার বিগত ৩ (তিন) বৎসরের আয় ও ব্যয়;
- (চ) কর আরোপের উদ্দেশ্য অর্থাৎ চলতি হিসাবের ঘাটতি মিটানো অথবা নূতন কোনো উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ;
- (ছ) কোনো ব্যতিক্রমী প্রস্তাব, যদি থাকে; এবং
- (জ) কর কার্যকর হইবার তারিখ।

বিধি- ৫। কর আরোপের বিজ্ঞপ্তি। - সরকার কর্তৃক অনুমোদনের পর কর আরোপের প্রস্তাব পৌরসভা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে এবং যেই তারিখ হইতে উক্ত কর কার্যকর হইবে উহা প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ থাকিবে।

বিধি- ৬। কর আরোপের ক্ষেত্রে সরকারের নির্দেশ। - (১) আইনের ধারা ১০১-এর অধীন সরকার কর্তৃক কোনো পৌরসভাকে কর আরোপের কোনো নির্দেশ প্রদান করা হইলে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা ১ (এক) মাসের মধ্যে উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং পৌরসভার কার্যালয়ের কোনো প্রকাশ্য স্থানে বা নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোনো স্থানে উহা প্রাক-প্রকাশ করিবে।

- (২) উপ-বিধি (১)-এর অধীন কর আরোপের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ কোনো ব্যক্তি উক্ত প্রস্তাব প্রকাশের তারিখ হইতে ১ (এক) মাসের মধ্যে মেয়রের নিকট আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন।
- (৩) উপ-বিধি (২)-এর অধীন কোনো আপত্তি দাখিল করা হইলে মেয়র উহা নিষ্পত্তির জন্য কর নিরূপণ ও আদায় কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন এবং কমিটি প্রয়োজনীয় গুনানি গ্রহণ করিয়া আপত্তি নিষ্পত্তি করিবে এবং এই ক্ষেত্রে কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

- বিধি- ১৭। ইমারত ও ভূমির উপর কর।** - ইমারত ও ভূমির বাৎসরিক মূল্যের উপর নিম্নবর্ণিত কর ও রেইট ধার্য করা যাইবে, যথা :
- ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর কর;
 - বাতি রেইট;
 - অগ্নি রেইট;
 - ময়লা-আবর্জনা অপসারণ রেইট; এবং
 - পানির স্থাপনা বা সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য রেইট।

বিধি- ১৮। কর মূল্যায়ন তালিকা।

- বিধি ১৭-এ উল্লিখিত কর ও রেইট ধার্যের উদ্দেশ্যে পৌরসভা ইমারতের মূল্যায়ন তালিকা প্রস্তুত করিবে এবং নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান করা না হইলে এইরূপ মূল্যায়ন তালিকা প্রতি ৫ (পাঁচ) বৎসর অন্তর অন্তর নূতনভাবে প্রণয়ন করিতে হইবে।
- নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে মূল্যায়ন তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে, যথা :
 - সম্পূর্ণভাবে ভাড়া দেওয়া ইমারতের ক্ষেত্রে-
 - মোট বাৎসরিক ভাড়া হইতে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দুই মাসের ভাড়া বাদ দিতে হইবে;
 - বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে না হইয়া যদি ইমারতটি নিবন্ধিত দলিলমূলে ক্রয় বা নির্মাণের জন্য তহবিল সংগ্রহের নিমিত্ত সরকার, হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট বন্ধক রাখা হয় তাহা হইলে বন্ধকী ঋণের উপর বাৎসরিক প্রদেয় সুদের অর্থ বাদ দিতে হইবে;
 - বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ইমারত, যেমন- হোটেল, মোটেল, প্রাইভেট ডায়াগনস্টিক সেন্টার, অ্যাপার্টমেন্ট, হাসপাতাল, অফিস ইত্যাদির ক্ষেত্রে হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বন্ধকী ঋণ গ্রহণ করা হইলে বাৎসরিক প্রদেয় সুদের ১/৪ অংশ অর্থ বাদ দিতে হইবে;
 - কোনো ইমারতের মাসিক ভাড়া অস্বাভাবিক বেশি অথবা কম বলিয়া প্রতীয়মান হইলে উক্ত এলাকার একই ধরন ও একই সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ইমারত যে ভাড়ায় প্রদান করা হইয়াছে বা চুক্তিবদ্ধ হইয়াছে উহা বিবেচনা করিতে হইবে।
 - সম্পূর্ণ দখলকৃত ইমারতের ক্ষেত্রে একই ধরন ও একই সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ইমারত বাৎসরিক সম্ভাব্য যে পরিমাণ ভাড়া প্রদান করা যাইবে অথবা কর নির্ধারণের তারিখে ভবনে অন্তর্ভুক্ত ভূমির ভূমি উন্নয়ন করসহ ইমারতের মূল্যের শতকরা সাড়ে সাত ভাগ, ইহার মধ্যে যাহা কম হইবে, উহা বাৎসরিক মূল্য হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং উহা হইতে নিম্নরূপ অংশ বাদ যাইবে, যথা-
 - রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ২ মাসের ভাড়া অথবা বার্ষিক মূল্যের ছয় ভাগের এক ভাগ, ইহার মধ্যে যাহা প্রযোজ্য;
 - দফা (অ)-তে বর্ণিত অর্থের পরিমাণ বাদ দেওয়ার পর বার্ষিক মূল্যের এক চতুর্থাংশ;
 - বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে না হইয়া যদি ইমারতটি নিবন্ধিত দলিলমূলে ক্রয় বা নির্মাণের জন্য তহবিল সংগ্রহের নিমিত্ত সরকার, হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট বন্ধক রাখা হয় তাহা হইলে বন্ধকী ঋণের উপর বাৎসরিক প্রদেয় সুদের অর্থ বাদ দিতে হইবে;
 - বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ইমারত, যেমন- হোটেল, মোটেল, প্রাইভেট ডায়াগনস্টিক সেন্টার, অ্যাপার্টমেন্ট ইমারত, হাসপাতাল অফিস ইত্যাদির ক্ষেত্রে হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে বন্ধকী ঋণ গ্রহণ করা হইলে বাৎসরিক প্রদেয় সুদের ১/৪ অংশ অর্থ বাদ দেওয়া যাইবে;
 - আংশিক ভাড়া এবং আংশিক দখলকৃত ইমারতের ক্ষেত্রে ভাড়া প্রদানকৃত অংশের বার্ষিক মূল্য দফা (ক) অনুযায়ী এবং দখলকৃত বার্ষিক মূল্য দফা (খ) অনুযায়ী হিসাব করিতে হইবে;

- (৩) মূল্যায়ন তালিকা প্রণয়নকল্পে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর নির্ধারণকারী কর্মকর্তা উপযুক্ত মনে করিলে ফরম-গ অনুযায়ী নোটিশ প্রদান করিয়া ইমারত ও ভূমির মালিক অথবা দখলদারকে উহার ভাড়া বা বার্ষিক মূল্যের সঠিক ও নির্ভুল বিবরণী উপস্থাপনের অনুরোধ করিতে পারিবেন।
- (৪) উপ-বিধি (৩)-এর অধীন নোটিশ প্রদান করা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্তরূপ নোটিশ প্রাপ্তির এক সপ্তাহের মধ্যে ফরম-ঘ-এর মাধ্যমে ইমারতের সঠিক ও নির্ভুল তথ্য উপস্থাপন করিবেন।
- (৫) কর নির্ধারণকারী কর্মকর্তা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মধ্যবর্তী যে কোনো সময় অনুরূপ ভবনে প্রবেশ, ইমারত পরিদর্শন বা পরিমাপ করিতে পারিবেন:
তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ভবনে প্রবেশ, পরিদর্শন ও পরিমাপের জন্য কমপক্ষে চব্বিশ ঘণ্টা পূর্বে উহার দখলদারকে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

বিধি- ১৯। কর নির্ধারণ তালিকা।- পৌরসভা ফরম-ঙ অনুযায়ী কর নির্ধারণ তালিকা প্রণয়ন করিবে, যাহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্য থাকিবে, যথা :

- (ক) যে রাস্তার পার্শ্বে ইমারতটি অবস্থিত উহার নাম;
- (খ) রেজিস্টারে উল্লিখিত ইমারতের নম্বর;
- (গ) ইমারতের বর্ণনা;
- (ঘ) ইমারতের বাৎসরিক মূল্যায়ন;
- (ঙ) মালিকের নাম;
- (চ) প্রদেয় বাৎসরিক কর ও রেইটের পরিমাণ;
- (ছ) ত্রৈমাসিক কিস্তির পরিমাণ;
- (জ) ইমারতটিকে যদি কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়া থাকে সেই বিবরণ; এবং
- (ঝ) পৌরসভা কর্তৃক উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত অন্য কোনো তথ্য।

বিধি- ২০। কর নির্ধারণ তালিকা প্রকাশ।

- (১) বিধি ১৯ অনুযায়ী কর নির্ধারণ তালিকা প্রস্তুত করিবার পর মেয়র অথবা তদকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা প্রতি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করিবেন।
- (২) উপ-বিধি (১)-এর অধীন প্রস্তুতকৃত কর নির্ধারণ তালিকা পৌরসভার কার্যালয় ও প্রতিটি ওয়ার্ডের প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গাইতে হইবে এবং মাইকযোগে ঘোষণা করিতে হইবে।
- (৩) প্রথমবারের মতো কোনো সম্পত্তির উপর কর নির্ধারণ করা হইলে বা কর বৃদ্ধি করা হইলে পৌরসভা উহার মালিক বা দখলদারকে ফরম-চ-এর মাধ্যমে নোটিশ প্রদান করিবে।

বিধি- ২১। কর মূল্যায়ন ও কর নির্ধারণ তালিকা পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন, ইত্যাদি।-

- (১) কোনো ব্যক্তি কর মূল্যায়ন তালিকা অথবা কর নির্ধারণ তালিকা সম্পর্কে অসন্তুষ্ট হইলে তিনি উক্ত কর মূল্যায়ন বা কর নির্ধারণ পুনর্বিবেচনার জন্য অথবা কর হইতে অব্যাহতি প্রদানের জন্য ফরম-ছ অনুযায়ী মেয়রের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, বিধি ২০-এর উপ-বিধি (২)-এর অধীন তালিকা প্রকাশের তারিখ হইতে অথবা উপ-বিধি (৩)-এর অধীন নোটিশ জারির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিন অতিক্রান্ত হইবার পর এইরূপ কোনো আবেদন করা যাইবে না।

- (২) উপ-বিধি (১)-এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর মেয়র উহা নিষ্পত্তির জন্য কর নিরূপণ ও আদায় কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন।
- (৩) কর নিরূপণ ও আদায় কমিটি আবেদনের শুনানির সময় ও স্থান উল্লেখ করিয়া আবেদনকারীকে নোটিশ প্রদান করিবে এবং প্রথম শুনানির তারিখ হইতে ৪ (চার) মাসের মধ্যে শুনানির কার্যক্রম সমাপ্ত করিতে হইবে।
- (৪) কর নিরূপণ ও আদায় কমিটি আবেদনকারী বা তাহার প্রতিনিধির উপস্থিতিতে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য গ্রহণ ও তদন্ত করিয়া কর মূল্যায়ন তালিকা বা কর নির্ধারণ তালিকা সংশোধন, পুনঃনির্ধারণ বা বাতিল করিতে পারিবে:
তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী অথবা তাহার প্রতিনিধি যদি নির্ধারিত তারিখে উপস্থিত না হন তাহা হইলে কর নিরূপণ ও আদায় কমিটি তাহার অনুপস্থিতিতে একতরফা সিদ্ধান্ত প্রদান করিতে পারিবে।
- (৫) উপ-বিধি (৪)-এর অধীন প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত কর মূল্যায়ন তালিকা ও কর নির্ধারণ তালিকা বলিয়া গণ্য হইবে এবং নূতন তালিকা প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

বিধি- ২২। কর নির্ধারণ তালিকা সংশোধন।

- (১) নিম্নবর্ণিত কোনো কারণে পৌরসভা কর নির্ধারণ তালিকা সংশোধন করিতে পারিবে; যথা :
 - (ক) কর নির্ধারণ তালিকায় কোনো ব্যক্তির নাম বা কোনো সম্পত্তি অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইলে;
 - (খ) কোনো ইমারতের মালিকের নামের পরিবর্তে অন্য কোনো ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন হইলে, যিনি হস্তান্তর বা অন্য কোনোভাবে উক্ত ইমারতের মালিকানা প্রাপ্ত হইয়াছেন;
 - (গ) কোনো ইমারতের মূল্যায়ন অথবা কর নির্ধারণ ত্রুটিপূর্ণভাবে হইলে;
 - (ঘ) কোন ইমারত সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে ধ্বংস হইয়া বা ভাঙ্গিয়া যাইবার কারণে উহার মূল্য হ্রাস পাইলে উক্ত ইমারতের মালিকের আবেদনের প্রেক্ষিতে মূল্যায়ন হ্রাস করিবার প্রয়োজন হইলে;
 - (ঙ) কোনো করণিক ত্রুটি সংশোধনের জন্য।
- (২) উপ-বিধি (১)-এর অধীন কোনো সংশোধন করা প্রয়োজন হইলে পৌরসভা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে প্রস্তাবিত সংশোধনীর বিষয়ে ১ (এক) মাসের নোটিশ প্রদান করিবে।
- (৩) উপ-বিধি (২)-এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রস্তাবিত সংশোধনীর বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবে এবং এইরূপে উত্থাপিত আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ, বিধি ২১-এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

বিধি- ২৩। কোনো ইমারতের কর বৃদ্ধিকরণ। - পৌরসভার নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কর নির্ধারণ তালিকা চূড়ান্ত হইবার পর কোনো ইমারতের ভাড়া বা উহার কোনো অংশ এমন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, পৌরসভার বিবেচনায় উক্ত ইমারতের পুনর্মূল্যায়ন যুক্তিযুক্ত, তাহা হইলে এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত ইমারতের মালিককে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া কর বৃদ্ধি করা যাইবে।

বিধি- ২৪। কর নির্ধারণ সম্পর্কিত আপত্তি নিষ্পত্তিকালে সময়ে কর পরিশোধের পদ্ধতি। - (১) কর নির্ধারণ তালিকা অথবা কর মূল্যায়ন তালিকা পুনর্বিবেচনার আবেদন নিষ্পত্তিকালে জন্য নির্ধারিত কর ও মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করিয়া কর বা রেইট পরিশোধ করিতে হইবে।

- (২) যদি আপত্তি বা পুনর্বিবেচনার আবেদন গৃহীত হয় এবং ফলশ্রুতিতে নির্ধারিত কর বা মূল্যায়ন পরিবর্তন করা হয় তাহা হইলে-

- (ক) অতিরিক্ত পরিশোধকৃত অর্থ ফেরত প্রদান করিতে হইবে অথবা পৌরসভা বর্তমান বা ভবিষ্যৎ দাবির সহিত সমন্বয় করিবে; এবং
- (খ) যেকোনো ঘাটতি বকেয়া কর হিসাবে গণ্য হইবে।

বিধি- ২৫। ইজারাপ্রদত্ত ভূমি ও ইহার উপর নির্মিত ইমারতের একত্রে কর নির্ধারণ ক্ষমতা। - যদি কোনো ইমারত কোন একজন মালিকের অধিকারভুক্ত হয় এবং ইহা যে ভূমির উপর অবস্থিত উহা অন্য কোনো ব্যক্তির অধিকারভুক্ত হয়, তাহা হইলে পৌরসভা এইরূপ ইমারত ও ভূমিকে একক ইমারত বিবেচনা করিয়া সর্বোত্তম সুবিধাজনক ও উপযুক্ত পন্থায় কর নির্ধারণ করিতে পারিবে।

বিধি- ২৬। স্বত্ব হস্তান্তর বিজ্ঞপ্তি।

- (১) কোনো ইমারত বা ভূমির মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তর করা হইলে, হস্তান্তরকারী উক্তরূপ হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রেশনের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে অথবা হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রিকৃত না হইলে প্রকৃত হস্তান্তরের ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পৌরসভাকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।
- (২) যদি উপ-বিধি (১)-এর বিধান অনুযায়ী মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তরের বিষয় পৌরসভাকে অবহিত করা না হয়, তাহা হইলে উক্ত ইমারত বা ভূমির উপর নির্ধারিত কর অথবা রেইট ছাড়াও হস্তান্তরকারী তাহার অবহেলার দরুন অন্যান্য দায় পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না তিনি উক্ত হস্তান্তরের বিষয়টি পৌরসভাকে অবহিত করেন এবং পৌরসভার বহিতে হস্তান্তরের বিষয়টি নথিভুক্ত হয়।
- তবে শর্ত থাকে যে, পৌরসভা যুক্তিসংগত কারণে ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।
- (৩) এই বিধির কোনো কিছুই উক্ত কর বা রেইট সম্পর্কিত হস্তান্তরগ্রহীতার দায় হ্রাস করিবে না অথবা তদ্বিষয়ে প্রাপ্য কর অথবা রেইট আদায়ে পৌরসভার পূর্ববর্তী দাবিকে প্রভাবিত করিবে না এবং যে তারিখে হস্তান্তর সম্পাদন হইয়াছে পৌরসভা সন্তুষ্ট হইলে উক্ত তারিখ হইতে হস্তান্তরগ্রহীতার নামে কর নির্ধারণ তালিকা পুনর্বহাল করিতে পারিবে।
- তবে শর্ত থাকে যে, একই সময়ের জন্য হস্তান্তরকারী এবং হস্তান্তরগ্রহীতার নিকট হইতে কর আদায় করা যাইবে না।

বিধি- ২৭। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ভূমি বা ইমারত সম্পর্কে নোটিশ প্রদান। - উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ভূমি ও ইমারতের মালিক এইরূপ উত্তরাধিকার প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে মেয়রকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

বিধি- ২৮। কর পরিশোধের দায়িত্ব। - এই বিধিমালায় ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, ইমারতের বাৎসরিক মূল্যের উপর ধার্যকৃত কর ইমারতের মালিক কর্তৃক পরিশোধ করিতে হইবে এবং মালিক খেলাপি হইলে উহা দখলদার কর্তৃক, যদি থাকে, মালিককে প্রদেয় ভাড়া হইতে ক্রোকপূর্বক আদায় করা যাইবে।

বিধি- ২৯। বাজেট চূড়ান্ত করিবার পূর্বে কর নির্ধারণ। - বাৎসরিক বাজেট চূড়ান্ত করিবার পূর্বে পৌরসভা ভূমি ও ইমারতের বাৎসরিক মূল্যের উপর বিধি ১৭-এ উল্লিখিত যেকোনো কর অথবা রেইটের শতকরা হার নির্ধারণ করিবে, যাহা পরবর্তী অর্থবৎসরে আরোপিত হইবে এবং এইরূপ নির্ধারিত শতকরা হার পরবর্তী হার নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

বিধি- ৩০। কতিপয় ইমারতের উপর কর আরোপের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা।

- (১) ধর্মীয় উপাসনালয়, শবাগার, রেজিস্ট্রিকৃত জনসাধারণের দাফন বা দাহের স্থানের উপর ময়লা আবর্জনা অপসারণ রেইটসহ কোনো কর আরোপ করা যাইবে না।
- (২) যে সকল ইমারত শুধুমাত্র জনহিতকর কাজে ব্যবহৃত হয় পৌরসভা সেই সকল ইমারতকে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে কর হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে।

বিধি- ৩১। পানি ও বাতি রেইট আরোপের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা।- নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে পানি ও বাতি-রেইট আরোপিত হইবে, যথা :

- (ক) যে এলাকায়, পানি সরবরাহের জন্য পাইপলাইন স্থাপন অথবা আলোকিত করিবার জন্য তার, ক্যাবল, ল্যাম্পপোস্ট স্থাপন করা হইয়াছে অথবা অনুরূপ যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য কোনো প্রকল্প অনুমোদিত হইয়াছে শুধুমাত্র সেই এলাকার ইমারতের উপর রেইট আরোপ করা যাইবে;
- (খ) কোনো এলাকার ইমারতের উপর আরোপিত রেইট আদায় করা যাইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না উক্ত এলাকায় পানি সরবরাহ করা হয় বা বাতি জ্বালানো হয়; এবং
- (গ) রাস্তার বাতির পয়েন্ট হইতে ৩ (তিন) শত ফুটের বাহিরে অবস্থিত কোনো ইমারতের উপর বাতি রেইট আরোপ করা যাইবে না।

বিধি- ৩২। ময়লা আবর্জনা অপসারণ রেইট আরোপের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা।

কোনো এলাকায় পৌরসভা কর্তৃক শৌচাগার, প্রস্রাবখানা, মলকুণ্ড, বর্জ্য, আবর্জনা এবং জনপথ পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত উক্ত এলাকায় ময়লা-আবর্জনা অপসারণ রেইট আরোপ করা যাইবে না।

বিধি- ৫৩। অন্যান্য কর আরোপ।

পৌরসভা কর্তৃক এই বিধিমালায় উল্লিখিত হয় নাই এই রূপ কোনো কর, রেইট, ফি ইত্যাদি আরোপের ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে পারিবে।

১.৩.৩ পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল, ২০১৪ (সংশোধিত ২০১৭)

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯-এর ধারা ১০০-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার, পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল, ২০১৪ (সংশোধিত ২০১৭) জারি করেছে। উক্ত তফসিলে উল্লিখিত সকল প্রকার কর, রেইট, টোল, ফিস ইত্যাদি হার বা পরিমাণ সকল পৌরসভার জন্য নমুনা হিসেবে গণ্য হবে এবং তদানুযায়ী পৌরসভাসমূহ হোল্ডিং করসহ সকল প্রকার কর, টোল, ফিস, ইত্যাদি ধার্য করে থাকে। যেহেতু বর্তমান প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব পৌর এলাকার মধ্যে অবস্থিত ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে কর (হোল্ডিং কর) নির্ধারণ, সেহেতু পৌরকর নির্ধারণের সাথে সম্পর্কিত উক্ত আদর্শ কর তফসিলের সংশ্লিষ্ট দফাসমূহ এবং কর/ রেইটের হার নিম্নোক্ত ছকে উল্লেখ করা হলো :

দফা	কর / রেইট	সর্বোচ্চ হার (%)
০৩।	ইমারত ও ভূমির উপর কর	৭
২১।	বাতি রেইট	৩
২২।	ময়লা আবর্জনা অপসারণ রেইট	৭
২৪।	পানির স্থাপনা ও সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য রেইট	১০
২৩।	পয়ঃনিষ্কাশন রেইট	১২
২৫।	বিশেষ উন্নয়ন বা সেবামূলক কাজের জন্য কর	২
মোট		৪১

উপরে বর্ণিত কর ও রেইট সম্পর্কিত দফাসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

৩। ইমারত ও ভূমির উপর কর।- কোনো পৌরসভার এলাকাভুক্ত মালিকানাধীন ও দখলস্বত্বের সকল হোল্ডিং-এ অবস্থিত ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর ৭% হারে কর আরোপ করা যাইবে এবং করের অংক ভগ্নাংশ হইলে উহা পূর্ণ টাকায় নির্ধারণ করা যাইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ইমারত বা ভূমি ধর্মীয় বা সরকারি দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহৃত হইলে উহা হইতে কর আদায় করা যাইবে না।

আরও শর্ত থাকে যে, প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের বসবাসের নিজস্ব মালিকানাধীন হোল্ডিং-এ অবস্থিত ইমারত বা ভূমির ১,০০০ বর্গফুট আয়তন পর্যন্ত পৌরসভার আদায়ের আওতামুক্ত থাকিবে।

আরও শর্ত থাকে যে, কোনো ধর্মীয় বা সরকারি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের অথবা মুক্তিযোদ্ধাদের নিজস্ব মালিকানাধীন ভূমি বা ইমারতের কোনো অংশ বাণিজ্যিক বা লাভজনক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইলে উক্ত ইমারত বা ভূমির অংশ হইতে পৌরসভার আদায়যোগ্য হইবে।

২১। বাতি রেইট। পৌরসভা কর্তৃক রাস্তাঘাট, জনসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে বৈদ্যুতিক বাতির সুবিধা প্রদান করা হইলে প্রদত্ত সেবার রক্ষণাবেক্ষণ ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর সর্বোচ্চ ৩% হারে রেইট আরোপ করা যাইবে।

২২। ময়লা আবর্জনা অপসারণ রেইট। পৌরসভা কর্তৃক ময়লা আবর্জনা অপসারণ সুবিধা প্রদান করা হইলে প্রদত্ত সেবার রক্ষণাবেক্ষণ ও আনুষঙ্গিক ব্যয় বাবদ ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর সর্বোচ্চ ৭% হারে রেইট আরোপ করা যাইবে।

২৩। পয়ঃনিষ্কাশন রেইট। - পৌরসভা কর্তৃক পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা প্রদান করা হইলে, সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর সর্বোচ্চ ১২% হারে রেইট আরোপ করা যাইবে।

২৪। পানির স্থাপনা ও সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য রেইট। - পৌরসভা কর্তৃক পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ সুবিধা প্রদান করা হইলে, সুবিধা গ্রহীতাগণের নিকট হইতে শুধু প্রদত্ত সেবার রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাবদ ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যের সর্বোচ্চ ১০% হারে রেইট আরোপ করা যাইবে।

২৫। বিশেষ উন্নয়ন বা সেবামূলক কাজের জন্য কর।

(১) পৌরসভা কর্তৃক ইহার অধিবাসীগণের কাছে সর্বজনগ্রাহ্য কোনো বিশেষ উন্নয়ন বা সেবামূলক কাজের জন্য, উহার বিপরীতে, ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যের উপর সর্বোচ্চ ২% হারে কর আরোপ করা যাইবে।

(২) নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয় এইরূপ কাজের ক্ষেত্রে, টোল আদায় করা হইলে, উহা এই বিধানের কার্যকারিতা ও প্রয়োগ খর্ব করিবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, বিশেষ উন্নয়ন বা সেবার বিপরীতে কর আরোপ করিতে হইলে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।